দৈনিক ইত্তেফাক

পেরিয়ে আস্থার শীর্ষে

THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ittefaq.com.bd | রেজি-ডিএ ৮৪ | ৫৮তম বর্ষ : ৮০তম সংখ্যা | সোমবার, ১ চৈত্র ১৪১৬ | ২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরি | MONDAY 15 MARCH 2010 | মূল্য ৮.০০ টাকা


# মানব উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবা

ড. এম আজিজুর রহমান

উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলো বা দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, চিকিৎসা-সুবিধা, ডাক্তার ওষুধপত্রের সহজলভ্যতা সবকিছু মিলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের। মানুষের আয়ুকাল অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের আয়ুকাল প্রায় ৬৩.৫ বছর। আমেরিকানদের গড়পরতা আয়ুকাল ৭৫ থেকে ৮০, ইংল্যান্ডে প্রায় ৮১, জাপানিজ ও আইরিশদের প্রায় ৮৩ বছর। অনুন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যের করুণ দশা। কারণ অনেক। যেমন বাংলাদেশে জনাধিক্য সমস্যা। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। যেখানে প্রতি বর্গ কি. মি. লোকসংখ্যা প্রায় ১,০০০ এর কাছাকাছি, যা প্রতিবেশী ভারতে মাত্র ৩৫০ জন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিম্নমানের পয়:প্রণালী, নিরাপদ নয় এমন পানি পান বা পানীয় দূষণ, ঘনবসতির কারণে শহর এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি। তারপর সুষম খাদ্যের অভাব, পুষ্টি অভাব, দারিদ্র্যপীড়িতদের জন্য তিনবেলা আহারের দুষ্প্রাপ্যতা, ক্ষুদ্র পরিসরে রাত্রি যাপন ও আবাসিক সংকট ইত্যাদি। দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সুবিধাবঞ্চিতদের ঝড়-বৃষ্টির ভেতরেও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁবুতে আশ্রয় নিতে হয়। সংক্ষেপে সাধারণ মানুষের মৌলিক বিষয়াদি যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সবকিছুরই নিম্নমান ও অপ্রতুলতা।

একটি দেশের উন্নতি, উন্নত জীবন মান ও সুখভোগ, উন্নত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি অনেক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বে সার্বভৌম দেশের সংখ্যা ১৯৪টি। স্রষ্টার দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদ উৎকর্ষতার সাথে ব্যবহার করে উন্নত জীবনমানের সাথে বসবাস করার অনেক জায়গা, প্রয়োজনীয় সম্পদাদি, মানব জীবনে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সুবিধাদি ইত্যাদি বিদ্যমান। তবুও আমরা দারিদ্র্যপীড়িত। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই স্বাস্থ্যবান নয়। দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বের ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি লোকের ভেতরে বা শতকরা ৭৫ ভাগ বা ৪৫০ কোটি লোক উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে বাস করে। এই ৪৫০ কোটি উন্নয়নশীল বিশ্বের শতকরা ৩.৩৩ ভাগ বা ১৫ কোটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের মত ছোট একটি দেশে বাস করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। আমাদের স্বাস্থ্যগত দুর্ভাগ্যের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অভাব, ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদির অপ্রতুলতা শহরের তুলনায় গ্রামের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিবেশ বড় করুণ। গ্রামে শতকরা ৮০ ভাগ বা ১১ কোটির উর্ধ্বে লোক বাস করে। গ্রামীণ বাংলাদেশে হাসপাতালও নেই, ডাক্তারও নেই। আবার হাসপাতাল থাকলেও ডাক্তার থেকেও নেই। উপজেলা পর্যায়ে একটি করে হাসপাতাল আছে যেখানে সরকারিভাবে ১ ডজন করে ডাক্তার নিয়োগ দেয়া আছে। আবারও উল্লেখ্য, হাসপাতালে ডাক্তার আছে বা নেই এরকম অবস্থা। ডাক্তার থাকলেও দু-একজন দিয়ে হাসপাতাল চলে। গ্রাম্য হাসপাতালে নিয়োজিত ডাক্তাররা শহরে থাকে এবং উচ্চ ফি নিয়ে শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে। আর মাস শেষে গ্রাম্য হাসপাতালে গিয়ে সরকারি বেতন ওঠায়। অনেকে আবার উচ্চ ডিগ্রি অর্জন সাপেক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (প্রাক্তন পিজি হাসপাতাল)-এ ভর্তি হয়ে ঢাকায় থাকে। চাকরি রক্ষার্থে মাঝে-মাঝে উপজেলা হাসপাতালে আনাগোনা করে।

Health and economic development of a country is inter-related. Health is positively associated with per capita income and education. উন্নত দেশে গড়পড়তা আয়ুকাল বেশি। উন্নয়নশীল দেশে গড়পড়তা তুলনামূলকভাবে আয়ুকাল কম। কিছু কিছু অনুন্নত দেশ যেমন সাব সাহারান আফ্রিকান দেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ুকাল খুবই কম। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত দেশের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বাজেটও খুবই সীমিত। কিছু উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যখাতের সম্প্রসারিত বাজেটের দরুন গড়পড়তা আয়ুকাল অপ্রত্যাশিতভাবে খুবই ভাল। আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫০ জন লোক বাস করে। গড়পড়তা মাথাপ্রতি আয়ও খুবই কম। ওপরে উল্লেখিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত এবং মানব উন্নয়নে এর অবদান যত খারাপ হওয়ার কথা আসলে তত খারাপ নয়। মন্দের ভাল হিসাবে বাংলাদেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ২৭ থেকে বাড়তে বাড়তে অদ্যাবধি ৬৩.৫-এ পৌঁছেছে। ব্যয়বহুল হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের শহরগুলোয় অনেক বেশি। ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে গ্রামেগঞ্জে বা উপজেলা স্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যদিও পর্যাপ্ত ডাক্তার ও নার্স নেই। কিন্তু ভারতের তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশের মত এভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। আবারও উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যখাত, মানুষের স্বাস্থ্য, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়তে বাড়তে অপ্রত্যাশিত হলেও ৬৩.৫ বছর হয়েছে। আমরা বড় আশাবাদী অতি অল্প সময়ে বা আগামী এক দশকের ভেতরে আমাদের আয়ুষ্কাল বেড়ে ৭০-এর ওপরে হবে, যা বলতে গেলে প্রায় উন্নত দেশের আয়ুষ্কাল সাদৃশ্য। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত নিয়ে এ মুহূর্তে এটাই আমাদের বড় স্বপ্ন।

আমেরিকা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচ্ছল একটি দেশ। মাথাপ্রতি আয় ও শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সাপেক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমেরিকা একটি প্রথম কাতারের দেশ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমেরিকার গড়পড়তা আয়ুকাল ৮০-এর কাছাকাছি। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, দ্বিতীয়ত, আয় উপার্জনের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যখাত, ক্লিনিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকার (Entitlemant) প্রদান।

২০০৫ সালের আমেরিকান ফেডারেল সরকারের প্রায় অর্ধেক বা ৪৬.৫% বন্টন করা হয় বিভিন্ন Entitlemant বা স্বত্বাধিকারখাতে যেমন, Social security, income security এবং স্বাস্থ্যখাত। খাতওয়ারি Entitlemant বাজেটের বন্টন নিম্নরূপ : ২০০৫ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বাবদ $৫১৫ বিলিয়ন বা কেন্দ্রীয় Entitlemant বাজেটের শতকরা ২১.৫ ভাগ, ইনকাম সিকিউরিটি বাবদ -৩৪৮ বিলিয়ন যা কেন্দ্রীয় Entitlemant বাজেটের ১৪.৫ ভাগ।

স্বাস্থ্য খাতে $২৫৩ বিলিয়ন যা কেন্দ্রীয় Entitlemant বাজেটের শতকরা ১০.৫ ভাগ। আবারও উল্লেখ্য, ওপরে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে সর্বমোট খরচ আমেরিকার সরকারের ফেডারেল Expenditure-এর ৪৬.৫ ভাগ। ষাট দশক থেকে শুরু করে বিগত প্রায় চার দশক বা ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনটি Entitlemant বা স্বত্বাধিকার কর্মসূচি বাবদ এ ধনী দেশটির বরাদ্দকৃত বাজেট শতকরা ২৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে শতকরা ৬০ ভাগে পৌঁছেছে।

অতি সম্প্রতি বারাক ওবামা ক্ষমতায় আসার পরে স্বত্বাধিকার খাতকে শক্তিশালীকরণ সাপেক্ষে স্বাস্থ্যখাতের বাজেট তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করে যা নিয়ে বারাক ওবামাকে বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ওপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল জাতীয় ও মাথাপ্রতি আয় বাড়লে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশও বৃদ্ধি পায়। অতি সম্প্রতি কৃষি- প্রধান জনবহুল এ বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব কমেছে। শিল্প, শিল্পায়ন ও রফতানি আয় বাড়ছে। সম্প্রসারিত শিল্প ও শিল্পায়ন জনবহুল এ দেশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে আরও জটিল করে ফেলেছে। কৃষির তুলনায় শিল্পখাতে পরিবেশ দূষণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। পরিবেশ দূষণকারি শিল্প-কারখানাগুলোকে ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে যথেষ্ট ট্যাক্স আরোপের ব্যবস্থা করতে হবে।

[লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]